যায়যায়দিন

তারিখ 03 MAR 2012

# অর্থ সঙ্কটে এমপিও বন্ধ

## স্ববিরোধী বক্তব্য প্রত্যাশিত নয়

নতুন করে অর্থ সঙ্কটে পড়েছে দেশের শিক্ষাখাত। গতকালের যায়যায়দিন জানাচ্ছে, অর্থ সঙ্কটের কারণে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি বন্ধ করা হয়েছে। নতুন পরিকল্পনা গ্রহণসহ চলমান প্রকল্পগুলোও মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমরা জানি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ব্যতিরেকে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অকল্পনীয়। দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়লে নাগরিক জীবনে নেমে আসে স্থবিরতা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব বৃদ্ধিসহ নানান অসঙ্গতি দেখা দেয়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে জনজীবন ছাপিয়ে রাষ্ট্রের সর্বত্র। আমাদের দেখেও বর্তমানে অর্থনৈতিক সঙ্কটের এ নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নানা কারণে গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরি হলেও সরকার সেটা স্বীকার করছে না। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন দেশের অর্থনীতি সঙ্কটে নেই। অথচ দেশ চালাতে সরকার অতিমাত্রায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বলে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি। অর্থমন্ত্রীও সংসদ ভাষণে জানিয়েছেন, অর্থবছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকারকে ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা নতুন ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে। একদিকে সরকারের অতিমাত্রায় ঋণগ্রহণ এবং অপরদিকে অর্থ সঙ্কটের কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নেমে আসা সত্যিকার অর্থেই উদ্বেগজনক।

আমরা দেখেছি, সরকার দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো বলছে, আবার রাজস্ব ব্যয় মেটাতে প্রায় প্রতিদিনই ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিচ্ছে। আমরা জানি, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশকে দাতা সংস্থার কাছ থেকে তাদের কঠিন শর্ত মেনে ঋণগ্রহণ করতে হয়। সরকারও বর্তমানে আইএমএফের ঋণ পেতেও মরিয়াভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের দেয়া শর্ত মেনে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ, ডলারের দর ওঠানামায় হস্তক্ষেপ না করা, ব্যাংক ঋণে সুদ হারের সীমা প্রত্যাহার, জ্বালানি খাতের ভর্তুকি কমিয়ে আনা, সরকারের ঋণ কমিয়ে আনাসহ বেশকিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। আইএমএফের ১০০ কোটি ডলার ঋণের ব্যাপারে আলোচনা করতে ৭ ফেব্রুয়ারি সংস্থার প্রতিনিধি দল সরকারি নীতি নির্ধারক পর্যায়ে আলোচনা করবে বলে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। এ অবস্থায় অর্থমন্ত্রীর দাবির যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। আমরা মনে করি অর্থনীতিসহ যে কোনো বিষয়ে সরকারের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা দরকার। এর আগে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জেনেছিলাম অর্থ সঙ্কটের কারণে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ছয় লেনের সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ স্থগিত করা হয়েছে। বিশেষ করে অর্থ সঙ্কটে শিক্ষা বিভাগই বেশি সঙ্কটে পড়েছে। নতুন এমপিওভুক্তি বন্ধসহ অর্থাভাবে ধুঁকছে শিক্ষা উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্পগুলো। অর্থ সঙ্কটের কারণে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া টাইম স্কেল প্রদান নিয়েও সিদ্ধান্তহীনতা বিরাজ করছে। ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এককালীন অনুদান প্রদান, লাইব্রেরির জন্য নতুন বই কেনাসহ অসংখ্য নিয়মিত কার্যক্রম। একই সাথে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, শিক্ষাঙ্গনে যৌন নির্যাতন ও মাদকবিরোধী সামাজিক প্রচারণামূলক কার্যক্রমও স্থবির হয়ে আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ অচলাবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে জাতি পিছিয়ে পড়বে। সুতরাং আমরা মনে করি শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এর প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা বলে দেশে হতাশা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে বলে গণমাধ্যম ও অর্থনীতিবিদদের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু আমরা মনে করি, যা কিছু রটে তার কিছু না কিছু বটে। অর্থ সঙ্কট না থাকলে অর্থ মন্ত্রণালয় কেন অর্থ ছাড়ে অপারগতা প্রকাশ করবে? মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি নতুন এমপিওভুক্তি ছাড়াও বেসরকারি স্কুলের অবকাঠামো নির্মাণ, পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অবকাঠামো নির্মাণ, সারাদেশে ৩৩৬টি মডেল বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পসহ রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্পেও চলছে অর্থ সঙ্কট। চরম আর্থিক সঙ্কটের কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক খাতের টাকা অন্য খাতে খরচ করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যান্য খাতেও পড়ছে এর নেতিবাচক প্রভাব। বাধ্য হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না। নিয়মানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা হোক। আমরা সরকারকে বলতে চাই স্ববিরোধী বক্তব্য না দিয়ে বাস্তব অবস্থার আলোকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিন।

নিয়মানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা হোক। আমরা সরকারকে বলতে চাই স্ববিরোধী বক্তব্য না দিয়ে বাস্তব অবস্থার আলোকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিন।